ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ক্যামেরার সামনে গালিগালাজ নিয়ে যা বললেন রণবীর

পৃঃ ৫

রোহিত- কোহলির অবসর নিয়ে যা বললেন যুবরাজ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২০ ● কলকাতা ● ২১ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৪ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

## চাকরি হারানো যোগ্যদের আইনি ও সামাজিক লড়াইয়ে

# পাশে থাকতে হবে দলকে: মোদী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বর্ধমানের মঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনী প্রচারে এখানে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন তিনি। এই সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করে বলেন যে তিনি জনগণের সেবা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, তার স্বপ্ন শুধুই মানুষের স্বপ্ন পূরণ করা।বিরোধী দল তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামেদের নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই দলগুলোর ভিশন নেই। তিনি বামেদের প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরাকে ধ্বংস করার জন্য অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "আপনি ভালো করেই জানেন বাম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল একটি রাজ্যে কী করতে পারে। কাছাকাছি ত্রিপুরাকে বামেরা ধ্বংস করেছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে বিজেপি পুরো ত্রিপুরার জীবন বদলে দিয়েছে। বামপন্থীরা চলে গেলে, উন্নয়নের সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

তৃণমূলকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, "গতকাল আমি টিভিতে দেখেছি যে এখানে বাংলার একজন তৃণমূল বিধায়ক প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে তিনি ভাগীরথীতে হিন্দুদেরকে দুই ঘন্টার মধ্যে ধুয়ে ফেলবেন।" সরকার হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে নামিয়েছে এবং রাম মন্দির নির্মাণে তাদের আপত্তি আছে?

সন্দেশখালি ইস্যুতেও প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, "আমি তৃণমূল সরকারের কাছে জানতে চাই যে সন্দেশখালিতে আমাদের দলিত বোনদের বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। গোটা দেশ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু তৃণমূল অপরাধীকে রক্ষা করে

এরপর ৩ পাতায়

## কুণাল ঘোষের জেল হতে পারে

### তৃণমূল নেতা কুণালকে খুন করা হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধীর

**বহরমপুর: নিউজ সারাদিন :** ভোটের মাঝে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে কুণাল ঘোষের অপসারণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে চলছে গুঞ্জন। এই ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী । আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, 'এবার কুণাল ঘোষের জেল হতে পারে।' তৃণমূল নেতা কুণালকে খুন করা হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধীর। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অধীর। সেখানেই তিনি বলেন, কুণাল ঘোষ এখন সত্যি কথা বলছেন। যা তৃণমূলের জন্য বিপজ্জনক। সেই কারণেই পুনরায় কুণাল ঘোষ জেলে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন অধীর। মুখ বন্ধ করাতে তাঁকে খুন করানো হতে পারে বলেও

এরপর ৩ পাতায়

## কলকাতা ছাড়লেন

### রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজভবন থেকে বেরতেই কলকাতা ছাড়লেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল কোচি যাচ্ছেন। এই সফর তাঁর পূর্ব নির্ধারিত বলে জানা যাচ্ছে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলায় পরপর তিনটি জনসভা রয়েছে। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বোলপুরে পরপর সভা রয়েছে মোদীর।বৃহস্পতিবারই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজভবনের এক মহিলা অস্থায়ী কর্মী। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। রাজ্যপাল নিজে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সরব হয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাতে রাজভবনের তরফ থেকেও কড়া পদক্ষেপ করা হয়। রাজভবনে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে 'নিষিদ্ধ' করা হয়। এমনকি রাজভবন চত্বরে পুলিশের প্রবেশও নিষিদ্ধ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় চলে আসেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজভবনে রাতে থাকেন। শুক্রবার সকাল ১০টা ১২ মিনিট নাগাদ তিনি রাজভবন থেকে বর্ধমানের উদ্দেশে রওনা দেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে রাজভবন চত্বরে অন্যান্য দিনের তুলনায় আরও বেশি নজরদারি

এরপর ৩ পাতায়

## শহর জুড়ে রয়েছে

### একাধিক বেআইনি নির্মাণ, অথচ সেগুলি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না! প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শহর জুড়ে রয়েছে একাধিক বেআইনি নির্মাণ, অথচ সেগুলি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না! কেন কিছু করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন বারবার তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। গার্ডেনরিচে বাড়ি ভাঙার পর যে জনস্বার্থ মামলা হয়, তাতে এবার কড়া নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। কলকাতা পুরনিগম যদি বেআইনি বাড়ি ভাঙতে সমর্থ না হয়, তাহলে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে।পুরনিগমের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন বাড়ির নির্মাণ বেআইনি, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি ভাঙার জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কারণ, বাড়িগুলিতে বেআইনিভাবে রয়েছেন বাসিন্দারা। আর যে সব বাড়ির একাংশ ভেঙে

এরপর ৩ পাতায়

## শীর্ষ আদালত থেকে অনেকটাই

### স্বস্তির বার্তা কেজরিওয়াল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শীর্ষ আদালত থেকে অনেকটাই স্বস্তির বার্তা পেলেন দিল্লি আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে তিহাড়ে বন্দি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দলীয় প্রার্থীদের হয়ে তিনি যাতে প্রচার চালাতে পারেন তার জন্য আম আদমি পার্টির সুপ্রিমোকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে শীর্ষ আদালত। এদিন মামলার শুনানির সময়ে ইডির আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুর উদ্দেশে বিচারপতিরা বলেন, 'এই মামলার শুনানিতে দীর্ঘ সময় লাগবে। ফলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তর্বর্তরী জামিন দেওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে আপাতত শুনানি হবে।' ওই কথা শুনেই মুখে চুনকালি পড়ার আশায় ঘাবড়ে যান ইডির আইনজীবী। তিনি জানান, কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের বিরোধিতা করা হবে।' ওই কথা শুনে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, আমরা বলছি না, আবেদনকারীকে (পড়ুন কেজরিওয়ালকে) জামিন দেবই। হতে পারে জামিন মঞ্জুর করতে পারি। আবার নাও করতে পারি। পরবর্তী শুনানির দিন অন্তবর্তী জামিন নিয়ে শুনানি হবে। ওই বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আসবেন।'শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন নিয়ে শুনানিতে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন মামলার শুনানির সময়ে ইডির আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতিরা বলেন, 'ভোটের কথা মাথায় রেখে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দেওয়ার বিষয়টি ভেবে দেখা হচ্ছে।' আগামী মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের তৃতীয় দফার দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিনই এ বিষয়ে কোনও

এরপর ৩ পাতায়

## সিবিআইয়ের কাছে কুন্তলের মামলার

### 'স্টেটাস' জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যেই এই মামলায় নাম জড়িয়েছে রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েটের। দীর্ঘদিন ধরে জেল খাটছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কুন্তল ঘোষ এবং নীলাদ্রি ঘোষ। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটছে তাঁদের।নিয়োগ দুর্নীতিতে কুন্তল-নীলাদ্রির ভূমিকা বোঝাতে সিবিআই জানায়, চাকরি দেওয়ার নামে চাকরিপ্রার্থীদের থেকে প্রায় ৪ কোটি তুলেছেন কুন্তল। প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের কসবা অফিসে ভুয়ো ইন্টারভিউও নেওয়া হয় বলে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির। এই ইন্টারভিউ কারা নিয়েছিলেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে নীলাদ্রির প্রসঙ্গে সিবিআই জানায়, তিনিও এই নিয়োগের এজেন্ট ছিলেন। কুন্তল-নীলাদ্রির সঙ্গে ছিলেন তাপস মণ্ডল।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টে কুন্তল এবং নীলাদ্রির জামিনের আবেদন জানান তাঁদের আইনজীবীরা।

গতকাল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। সেখানে নীলাদ্রির জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। তবে কুন্তলের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। ফলত এখনও জেলেই থাকতে হবে তাঁকে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেল খাটছেন কুন্তল এবং নীলাদ্রি। এর আগে সিবিআইয়ের কাছে কুন্তলের মামলার 'স্টেটাস' জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি। কুন্তলকে কতদিন জেলে থাকতে হবে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল সেবার। কেন্দ্রীয় এজেন্সির সেই সময় কুন্তলের জামিন আবেদনের বিরোধিতা করে দাবি করেন, এখনও এই

এরপর ৩ পাতায়

# সন্দেশখালি নিয়ে কথা বলেন,

## আর ঘরের কর্মীর সঙ্গে কেন এমন করলেন?'

## রাজ্যপালের নাম না করে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সন্দেশখালি নিয়ে কথা বলেন, আর ঘরের কর্মীর সঙ্গে কেন এমন করলেন?' রাজ্যপালের নাম না করে এই ভাষাতেই আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এক কর্মীর করা শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। শুক্রবারের সভা থেকে সেই ইস্যুতেই মুখ খুললেন মমতা।বৃহস্পতিবার রাতে রাজভবনে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মমতার আগে বর্ধমানে ছিল মোদীর সভা। তাই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতা বলেন, "সেখানে তো থেকে এলেন, একটা কথাও তো বললেন না।" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অভিযোগকারিণী মহিলা ভয় পাচ্ছেন।মমতার দাবি, এমন ঘটনা এই প্রথমবার ঘটেনি। এমন অভিযোগ, আগেও এসেছে তাঁর কাছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজভবনের এক অস্থায়ী কর্মী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানার দ্বারস্থ হন। তাঁর দাবি, রাজ্যপাল তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন। পুরো অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তিনি জানান, নির্বাচনে ফায়দা তোলার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এগুলি করা হচ্ছে। আরও একজনকে অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক দলের তরফে পাঠানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন রাজ্যপাল।

শুক্রবার বর্ধমানে প্রচার সভায় গিয়ে সেই ইস্যুতেই সরব হলেন মমতা। এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "সন্দেশখালির কথা বলেন। সন্দেশখালিতে আমি কিছুই ঘটনে দিইনি। জমিজমা নিয়ে অভিযোগ ছিল। আমাদের অফিসাররাই মিটিয়ে দিয়ে এসেছে। আর আপনি কী করছেন? একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত, তার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন রাজ্যপাল?" বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সরব হন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরপর রাজভবনের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজভবনের কোনও অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারবেন না। সেই প্রসঙ্গ টেনে আজ, মঞ্চ থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশে মমতা বলেন, "শুনে রাখুন, আমার কাছে আগেও হাজারটা ঘটনা এসেছে। আমি কোনও দিন কোনও কথা বলিনি। কাল মেয়েটির কান্না আমি দেখেছি। ভিডিয়োটা মন দিয়ে দেখেছি।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "সন্দেশখালি নিয়ে বলার আগে ভেবে দেখুন। ঘরে কাজ করে বলে। এক বার নয় পরপর দুবার মলেস্টেশন করেছে।"

# টার্টল লিমিটেড বাগনানে তার সর্বশেষ স্টোর উন্মোচন করলো

**বাগনান, ইন্ডিয়া, ৩ মে, ২০২৪: নিউজ সারাদিন** : টার্টল লিমিটেড, তিন দশকেরও বেশি সময়ের একটি ব্যাপক সমৃদ্ধ এবং পারম্পরিক একটি আইকনিক পুরুষদের পোশাকের ব্র্যান্ড, গর্বিতভাবে বাগনানে তার সর্বশেষ খুচরা

আউটলেটের জমকালো উদ্বোধন ঘোষণা করেছে। এটি অতুলনীয় গুণমান, আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত। টার্টল লিমিটেড ভারত জুড়ে পুরুষদের ফ্যাশনে নিজেকে শীর্ষস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

বাগনান স্টেশন রোড (উত্তর), বিবেকানন্দ মূর্তির কাছে, বাগনান, হাওড়া, ৭১১৩০৩ -এ অবস্থিত, নতুন টার্টল স্টোরটি বাগনান এবং আশেপাশের এলাকার নির্ণায়ক পুরুষদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী কেনাকাটার অভিজ্ঞতা দিতে প্রস্তুত। দক্ষ কারিগরি সহ, উদ্ভাবনী ডিজাইন এবং সমকালীন শৈলীর উপর জোর দিয়ে, টার্টল এই অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ফ্যাশন পছন্দগুলি পূরণ করতে প্রস্তুত।

বাগনানে টার্টল ব্র্যান্ডের সর্বশেষ স্টোর খোলার উদ্দেশ্য হল টার্টলের মূল্যবান গ্রাহকদের কাছে ব্যতিক্রমী সেবা প্রদানের জন্য টার্টলের অটল প্রতিশ্রুতি বোঝায়। টার্টল একটি স্বতন্ত্র পুরুষদের পোশাক সংগ্রহ তৈরি করতে নিবেদিত যা আধুনিক সংবেদনশীলতার সাথে ক্লাসিক্যাল টেক্সচার কে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করে।

টার্টল লিমিটেড এর মূল উদেশ্য টার্টলের বিবর্তনের সাথে উদ্ভাবন করা যা অপরিবর্তিত থাকবে। কোম্পানির লক্ষ্য ভারতে পুরুষের ফ্যাশন ল্যান্ডস্কেপকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা। বাগনানে টার্টল অ্যাপারেল ব্র্যান্ড এর প্রবেশ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি কৌশলগত প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে যারা নিরবধি সৌন্দর্য এবং উন্নত মানের প্রশংসা করে।

বাগনানের নতুন টার্টল স্টোরটি ফ্যাশন সচেতন পুরুষদের জন্য একটি প্রধান গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, যারা ফ্যাশন এবং প্রিমিয়াম শৈলীর পোশাক খুঁজছেন তাদের জন্য কৌশলগত অবস্থান এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অটল উৎসর্গের সাথে টার্টল স্থানীয় সম্প্রদায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠার অপেক্ষায় রয়েছে, বাগনান এবং তার বাইরের পোশাকের চাহিদা পূরণ করে।

## কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে
# বড় আপডেট দিল নির্বাচন কমিশন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই দু-দফায় উত্তরবঙ্গের ভোট শেষ। আগামী সপ্তাহে তৃতীয় দফার ভোট। তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বড় আপডেট দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফায় কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে স্পষ্ট করল কমিশন। আগামী ২০ মে রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট। এদিন মোট সাতটি জায়গায় ভোট হতে চলেছে:- বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হুগলি, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। কমিশন জানিয়েছে পঞ্চম দফার ভোটে মোট ৭৫০ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হবে রাজ্যে।তৃতীয় দফায় যত সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে বুথে বুথে তত সংখ্যক বাহিনী প্রায় মোতায়েন হচ্ছে কুইক রেসপন্স টিম-এ। কৃষ্ণনগরে ১২ কোম্পানি আধাসেনা, QRT তে থাকছে ১২, জঙ্গিপুর ৬৪ কোম্পানি আধাসেনা, Qrt ৬৪ কোম্পানি, মালদহতে ১৪৪ কোম্পানি বুথে Qrt ১৪৩ কোম্পানি থাকছে এবং মুর্শিদাবাদে ১৪৪ কোম্পানি বুথে, QRT তে থাকছে ১৪৩ কোম্পানি।

চতুর্থ দফায় ৫৯৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৭৮ ব্যবহার করা হবে। এর মধ্য QRT থাকছে ১৪৮ কোম্পানি, যা দ্বিতীয় দফার থেকে অনেকটাই কম। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে। কৃষ্ণনগরে ৮১ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে ৭৩ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমানে ১৫২ কোম্পানি, রানাঘাট ৫৪ কোম্পানি, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ৮৮ কোম্পানি এবং বীরভূমে ১৩০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

## মিরে অ্যাসেট-এর এম. স্টক ট্রেডিং অ্যাপ
# মাত্র দুই বছরে শীর্ষ ১৬ স্টক ব্রোকারের তালিকায় প্রবেশ করেছে

- ১০ লক্ষ+ গ্রাহক সংগ্রহ করেছে
- দৈনিক গড়ে ২১ লক্ষ ট্রেডারের রান রেট-সহ ৪৮ কোটিরও বেশি লেনদেনে সহায়তা করেছে
- এমটিএফ (মার্জিন মূল্যে ট্রেডিংয়ের সুবিধা) খতিয়ানের পরিমাণ ₹ 1,300 কোটি+

m.Stock by Mirae Asset

**৩রা মে, কলকাতা, ২০২৪: নিউজ সারাদিন** : ২০২২ সালে চালু হওয়া মিরে অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস-এর রিটেল স্টক ব্রোকিং প্ল্যাটফর্ম, এম.স্টক-এর অনন্য 'জিরো ব্রোকারেজ ফর লাইফ'-এর মাধ্যমে ব্রোকিং শিল্পে জোয়ার এসেছে। ইতিমধ্যে দুই বছরেরও কম সময়ে লাভ করার মাধ্যমে, অ্যাপটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০২২ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, এম.স্টক ভারতীয় ব্রোকিং শিল্পে পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক গতিশীলতাকে ক্যাপিটালাইজ করেছে। সম্মতি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ফলে স্বচ্ছ লেনদেন হচ্ছে যা গ্রাহকদের ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আরও ভাল সম্মতি, ক্রিয়াপ্রণালী এবং ব্যবহারকারীর উন্নত অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করেছে। এম.স্টক এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য তার উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে এবং মাত্র দুই বছরেই শীর্ষ ১৬তম স্টক ব্রোকারের তালিকায় স্থান দখল করতে পেরেছে। এটি ১০ লাখের বেশি গ্রাহকের সাথে বাজার অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন অর্জন করেছে এবং ২১ লাখেরও দৈনিক ট্রেড ভলিউমস পেয়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলির মুহূর্তে, মিরে অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটের সিইও জিসাং ইউ বলেছেন, “মিরে অ্যাসেট-এর এম.স্টক-এর দুই বছর পূর্তি উদযাপন করে, আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের দল নিবেদিত এবং ক্রমাগত উন্নতি করতে সক্ষম। এম.স্টক টিম বিনিয়োগকারীদের দ্রুত, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল প্ল্যাটফর্ম এবং সমাধান প্রদান করে উদ্ভাবনের উপর ফোকাস করতে থাকবে। আমাদের উপর গ্রাহকরা আস্থা রাখায় আমরা কৃতজ্ঞ এবং আগামী বছরগুলিতেও একইরকমের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

মিরে অ্যাসেট-এর এম.স্টক -এর ডিরেক্টর এবং সিবিও অরুণ চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, "গত দুই বছরে, গ্রাহকদের একটি দ্রুত, স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত প্ল্যাটফর্ম প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পণ্য এমটিএফ (ইমার্জিন)-এর অসাধারণ সাফল্যের পর, আগামীতে আমরা সীমাহীন হোল্ডিং পিরিয়ডের মতো অনন্য বৈশিষ্ট্য সহ বার্ষিক ১১.৯৯% প্রতিযোগিতামূলক হারে মার্জিন প্লেজ সুবিধা চালু করতে চলায় রোমাঞ্চিত। আমাদের পরিষেবাগুলির তালিকায় এই বহু-প্রতীক্ষিত সংযোজনটি আমাদের গ্রাহকদের একটি একক অ্যাপের মধ্যে নির্বিঘ্নে ট্রেড করতে দেবে। উপরন্তু, আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মকে ক্রমাগত সংশোধন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি এবং সময়ের সাথে সাথে অ্যাপটির নতুন সংস্করণ রিলিজ করা হবে। যেহেতু আমরা আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করছি, আমরা এম.স্টক-এর একটি আপগ্রেড হওয়া সংস্করণ উন্মোচন করতে পেরে উত্তেজিত, যা উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যের সাথে সজ্জিত, যার লক্ষ্য ট্রেডিং সহজ করা এবং সামগ্রিক গ্রাহকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, এম.স্টক দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত এবং অদূর ভবিষ্যতে শীর্ষ ১০ স্টক ব্রোকারদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠতে চায়।”

এর ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ বজায় রেখে, এম.স্টক সম্প্রতি মিরে অ্যাসেট পার্টনার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে, যার লক্ষ্য হল ব্যবসায়িক অংশীদারদের ১০০% ব্রোকারেজ রাজস্ব ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রদত্ত অফারগুলি কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা এবং ৯টি স্বতন্ত্র রাজস্ব উৎপন্ন স্ট্রিম খোলা। তার সফল যাত্রা অব্যাহত রেখে, এম.স্টক উদ্ভাবনী সমাধানের সাথে ট্রেডিং অভিজ্ঞতার বিপ্লব ঘটাতে এবং ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হয়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মিরে অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড সম্পর্কে দু'চার কথা: মিরে অ্যাসেট ক্যাপিটাল মার্কেটস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ("এমএসিএম") হল এমনই একটি অগ্রগণ্য ফাইন্যান্সিয়াল পরিষেবা ফার্ম যা বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাঙ্কিং, সংস্থাগত ব্রোকিং ও রিটেল ব্রোকিং পরিষেবা প্রদান করে। এটি এশিয়ায় স্থাপিত এমন একটি ডাইভার্সিফায়েড অ্যাসেট ম্যানেজার যা সারা বিশ্বের ১৯টি মার্কেট জুড়ে নিজের ব্যবসা চালায়।

*উৎস এনএসই (৩১শে মার্চ ২০২৩ তারিখে এনএসই অ্যাক্টিভ ক্লায়েন্টের উপর ভিত্তি করে শীর্ষ ১৬ স্টক ব্রোকার)।
https://www.nseindia.com/invest/arbitration-status

## মায়াপুর ইসকন মন্দিরে
# চন্দনযাত্রা উৎসব

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াকে অক্ষায় তৃতীয়া বলা হয়।অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাস অনুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে।এই শুভদিনে জন্ম নিয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। বেদব্যাস ও গনেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন।এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়। এই দিনটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। এই দিন থেকে শুরু হয় চন্দনযাত্রা। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেন। সেইজন্য পরমেশ্বর ভগবানের সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়।বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে, এই বছর ১০ মে ২০২৪ শুক্রবার থেকে শুরু হবে চন্দনযাত্রা উৎসব। চলবে ২১ দিন ব্যাপী। বিশ্বব্যাপী ইসকনের প্রতিটি মন্দিরে একযোগে এই উৎসব পালন করা হবে। প্রায় পাঁচশত বছর আগে, পুরীধামের নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীশ্রীরাধামদন মোহনকে নিয়ে যে চন্দনযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছিল; স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে মায়াপুর ইসকনের প্রভুপাদ সমাধি মন্দির পুস্করিণীতে এই উৎসব মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে প্রতি বছর পালন করা হয়। দূর- দূরান্ত থেকে অসংখ্য দেশি- বিদেশি ভক্তের সমাগম হয় মায়াপুর ইসকন মন্দিরে।নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়। রাধামাধবের চন্দন যাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষের ভিড়ে যেন মিলন মেলায় পরিনত হয় মায়াপুর ইসকন। একযোগে সামিল হন দেশ- বিদেশ, ধনী- দরিদ্র সহ সমাজের সমস্ত স্তরের জনসাধারণ। শ্রীশ্রী রাধামাধবকে চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় সমাধি মন্দির পুস্করিণীতে। সুসজ্জিত নৌকায় করে চলে সলিল বিহার, চলে প্রদক্ষিণ, চলে আরতি কীর্তন, ভোগ নিবেদন, ভজন ও নৃত্যগীত এবং সেই সঙ্গে চলে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ। সমাধি মন্দির এবং পুস্করিণীর চারদিক ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয় এবং কৃত্রিম ফোয়ারা চালু থাকে।চন্দনযাত্রার পরিসমাপ্তিতে পুস্করিণীর তীরে রাধাকৃষ্ণকে সুসজ্জিত সিংহাসনে বসিয়ে দোল খাওয়ানো হয়। প্রতিদিন বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এই উৎসব চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লক্ষাধিক টাকার চন্দন ব্যায় হয় এই উৎসবে। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ থেকে মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে, শান্তি, স্বস্তি এনে দেয় এই উৎসব সকলের মনে প্রানে।

## বনগাঁর রূপসজ্জার দোকানে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছেন আইটি কর্তারা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** একদিকে দেশজুড়ে চলছে লোকসভা নির্বাচন, অন্যদিকে বাংলার বুকে 'অ্যাকশন' চলছে ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্সের ! দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন সন্দেশখালি থেকে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করেছিল সিবিআই। সেই ঘটনার রেশ একটু কমতেই এবার 'হিসাব বহির্ভূত টাকা'র সন্ধানে হানা দিল আয়কর দফতরের আধিকারিকরা ।কলকাতা থেকে তিনজন আধিকারিক বনগাঁ আসেন বলে খবর। এরপর ওই ব্যবসায়ীর কাছে টাকার উৎস জানতে চাওয়া হয়। তবে তিনি কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বলে খবর। জানা যাচ্ছে, সারা রাত ধরে বনগাঁর ওই রূপসজ্জার দোকানে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছেন আইটি কর্তারা। সেই সঙ্গেই চলেছে জিজ্ঞাসাবাদ ।শুক্রবার ভোররাত থেকে বনগাঁর একটি দোকানে তল্লাশি চালাচ্ছেন আইটি কর্তারা।

জানা যাচ্ছে, গতকাল রাতে বনগাঁ টাউন মার্কেট এলাকার একটি রূপসজ্জার দোকানে 'হিসাব বহির্ভূত টাকা'র খবর পায় পুলিশ। গোপন সূত্রে এই খবর মিলেছিল বলে জানা যাচ্ছে। এরপর সেই দোকানে হানা দেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বনগাঁ সহ উত্তর ২৪ পরগণা লোকসভা আসনগুলিতে নির্বাচনের আগে হিসাব বহির্ভূত টাকা রাখা হয়েছে বনগাঁর ওই রূপসজ্জার দোকানে।

গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই ওই দোকানে হাজির হন পুলিশ আধিকারিকরা। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। জানা যাচ্ছে, ওই দোকানে টাকার অঙ্ক বেশি থাকার জন্য আয়কর দফতরে খবর পাঠানো হয়। শুক্রবার ভোররাত পৌনে ৩টে নাগাদ আইটি দফতরের আধিকারিকরা বনগাঁ এসে পৌঁছন।

সূত্রের খবর, সারা রাত ওই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। শুক্রবার সকালেও ওই দোকানে তল্লাশি চালানো হয়েছে। বনগাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। ওই দোকানে ঠিক কত টাকার সন্ধান মিলেছে সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে ভোটের মাঝে রাজ্যে আয়কর হানার এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চর্চা।

১-ম পাতার পর

## কলকাতা ছাড়লেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

থাকে। এরই মধ্যে ১০টা ৩৫ মিনিট নাগাদ রাজভবন থেকে বের হতে দেখা যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। জানা যাচ্ছে, তিনি কোচির উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন। যদিও রাজভবন সূত্রে বলা হচ্ছে, রাজ্যপালের এই কোচি সফর পূর্ব নির্ধারিতই ছিল।

১-ম পাতার পর

## সিবিআইয়ের কাছে কুন্তলের মামলার 'স্টেটাস' জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি

মামলার তদন্ত চলছে। এই দুর্নীতি মামলায় সেতুর মতোর কাজ করেছিলেন কুন্তল, নীলাদ্রিরা। এর মাঝেই যদি তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান, তাহলে মামলায় সম্বন্ধিত প্রমাণ নষ্ট করা হতে পারে।

সিবিআইয়ের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, টেটে অনুত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের যোগ্য প্রমাণ করার জন্য অবিকল আসল ওয়েবসাইটের মতো একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করেন কুন্তলেরা। শুধু তাই নয়, দুর্নীতি যাতে চোখে না পড়ে, সেই কারণে অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের ভুয়ো ইমেল আইডি থেকে মেল পাঠানো হতো এবং তাঁদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকে পাঠানো হতো। এছাড়া কোনও নিয়মের পরোয়া না করেই ওএমআর শিট মূল্যায়নের দায়িত্ব এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির রিপোর্টে।

১-ম পাতার পর

## শহর জুড়ে রয়েছে একাধিক বেআইনি নির্মাণ, অথচ সেগুলি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না! প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট

ফেলা হচ্ছে, সেগুলি আবার বাসিন্দারা নির্মাণ করে ফেলছেন। এই তথয় দেখার পরই পুলিশের সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুধু তাই নয়, ১৫ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, তার মধেয় বাড়ি খালি করে দিতে হবে বাসিন্দাদের। যদি কেউ বাড়ি খালি না করতে চান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি। তবে কতগুলি বাড়ির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি ।এর জন্য কলকাতা পুলিশ বিশেষ টাক্স ফোর্স গঠন করবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে চলছিল মামলার শুনানি।

সম্প্রতি গার্ডেনরিচে একটি বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়বেশ কয়েকজনের। অভিযোগ ওঠে, ওই বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল। এই মামলায় আগে প্রধান বিচারপতি পুরনিগমকে প্রশ্ন করেছেন, কেন বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না? রাজনীতির অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসন কাজ করছে কি না, এই প্রশ্নও উঠেছে। ইতিমধেয়ই এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছে পুরনিগমের তরফ থেকে।

১-ম পাতার পর

## শীর্ষ আদালত থেকে অনেকটাই স্বস্তির বার্তা কেজরিওয়াল

নির্দেশ দিতে পারে ডিভিশন বেঞ্চ।

আগের দিনই মামলার শুনানিতে কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির সময় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। ভোটের বিষয়টি মাথায় রেখেই বেনজির তৎপরতায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা তা জানতে চেয়েছিল বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীফঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য ইডির আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা।

১-ম পাতার পর

## কুণাল ঘোষের জেল হতে পারে।' তৃণমূল নেতা কুণালকে খুন করা হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধীর

মন্তব্য অধীরের। প্রসঙ্গত, দলের স্বার্থে বরাবর বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন কুণাল। নথি তুলে এনে বার বার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছেন তিনি। দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় কুণাল ঘোষ একইভাবে তৃণমূলের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও অধীরের মন্তব্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি কুণালের। দীর্ঘদিন আগেই দলের দুই পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । সেই সময় মুখপাত্রের পদ থেকে অব্যাহতি মিললেও রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মেলেনি। ফলে সেই পদে বহাল ছিলেন কুণাল। এসবের মাঝে বুধবার আচমকাই দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে কুণাল ঘোষকে অপসারণ করে তৃণমূল। এর পরই শুরু চাপানউতোর। সাংবাদিক বৈঠকের পর কার্যত কেঁদে ফেলেন কুণাল। কর্মীদের বার্তা দেন, পদে না থাকলেও পথে তিনি থাকবেন। তবে অপসারণের পরই একাধিক ইস্যুতে মুখ খুলেছেন কুণাল, যা তৃণমূলের জন্য মোটেই ইতিবাচক নয়। আর এই কারণেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী।

## তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেনও কুণালের পাশে দাঁড়িয়েছে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তৃণমূল কংগ্রেসের 'পুরনো সৈনিক'দের মধ্যে একজন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে দলের মুখপাত্র হিসেবে বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের মাঝে সেই কুণাল ঘোষকেই দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে জোড়াফুল শিবির ।সম্পূর্ণ ঘটনার জেরে খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তৃণমূলের সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েই চোখের জল ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। এত দিন দলের হয়ে এত ভাবে লড়াই করার পর এটা তাঁর প্রাপ্য নয় বলে জানান কুণাল। এই প্রসঙ্গেব্রাত্য বলেন, 'কুণাল বিরোধী প্রার্থীর প্রশংসা করেছেন কিনা আমি জানি না। তবে উনি আমাদের প্রার্থীর জয় চেয়েছেন। কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় চেয়েছেন' ।সেই সঙ্গেই দলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর নাম। তৃণমূল পদ কাড়লেও এবার কুণালের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান ব্রাত্য । সেখান থেকে বেরিয়ে সংবামাধ্যমের মুখোমুখি হন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে কুণাল-তৃণমূল সংঘাত' প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কুণাল যার স্বাক্ষরিত চিঠি পেয়েছেন, সেই ডেরেক ও'ব্রায়েন এখনও অবধি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। সেই কারণে আমিও কিছু বলব না। এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ডেরেক যদি কিছু বলে আমি সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলতে পারি'।

এরপর সমঝোতা-সূত্র পাওয়ার আশা প্রকাশ করে ব্রাত্য বলেন, 'কুণাল আমার সহকর্মী এবং বন্ধু। আমি মনে করি, উনি দলের মধ্যেই আছেন। দল এবং কুণাল কীভাবে বিষয়টি সমঝোতা করবে, সেটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে জানপ্রাণ দিয়ে দলের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলেন কুণাল। আমার বিশ্বাস, এই বিষয়ে একটা সমঝোতা সূত্র ঠিক পাওয়া যাবে। কোনও একটা বন্দোবস্ত ঠিক হবে। তবে এটা আমার আশা মাত্র। কোনও তথ্যের ভিত্তিতে আমি একথা বলছি না'।

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে একটি রক্তদান শিবিরে গিয়ে কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন কুণাল। সেই সময় তাঁর পাশেই বসেছিলেন তাপস। এই ঘটনার পরেই তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার জানা যায়, দলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ পড়েছে কুণালের নাম।

উল্লেখ্য, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য শুধু নন, এর আগে তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেনও কুণালের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দলের প্রতি কুণাল ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। বহুদিন ধরে দলের মুখপাত্র হিসেবে কড়া ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন তিনি। এটা তাঁর প্রাপ্য নয়'। আজ 'বিদ্রোহী' কুণালের পাশে দাঁড়ালেন ব্রাত্য। শিক্ষামন্ত্রীর আশা মতো তৃণমূল এবং কুণালের মধ্যে সত্যি সমঝোতা সূত্র মেলে কিনা সেটাই এবার দেখার।

১ পাতার পর

## চাকরি হারানো যোগ্যদের আইনি ও সামাজিক লড়াইয়ে পাশে থাকতে হবে দলকে: মোদী

চলেছে। কারণ কি শুধু সেই অপরাধীর নাম? শাহজাহান শেখ?এই জনসভায়, মোদী রায়বেরেলি থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়ার রাহুল গান্ধীর সিদ্ধান্তকেও কটাক্ষ করেন। তিনি জানান, ভয়ে রাহুল গান্ধী রায়বেরেলিতে পালিয়ে যান। কংগ্রেস সাংসদকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ভয় পেয়ো না, দৌড়িও না'।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "দেশ এবং আপনারা সবাই আমাকে অনেক আশীর্বাদ দিয়েছেন। হয়তো কোনো মানুষ তার জীবনে কল্পনাও করতে পারে না যে, ভগবানের রূপের মানুষগুলোকে এত আশীর্বাদ বর্ষণ করতে হবে এবং অবিরাম বর্ষণ করতে হবে। এবং বছরের পর বছর ধরে এই আশীর্বাদগুলি বাড়ছে, জীবনে এর চেয়ে সন্তোষজনক আর কী হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, "আমি মজা করার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি বা আমি নিজের জন্য বাঁচতে চাই না। আমি শুধুমাত্র আপনাদের সেবা করার জন্য, মহান ভারত মাতার ১৪০ কোটি দেশবাসীর সেবা করার সংকল্প নিয়ে এসেছি। আমি দিন দিন কাজ করছি এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়তে রাত, কিন্তু আমার নিজের মানুষের জন্য- আমার ভারত, আমার স্বপ্ন।"নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিলেন, তিনি রাজ্য বিজেপিকে ইতিমধ্যেই এমন নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি হারানো যোগ্যদের আইনি ও সামাজিক লড়াইয়ে পাশে থাকতে হবে দলকে। তিনি এর জন্য একটি আইনি পরামর্শদাতা দল এবং সমাজমাধ্যম দল গঠনের নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্য নেতৃত্বকে। সে কাজ হওয়ার গ্যারান্টিও দিয়েছেন মোদী।

## নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়! আদালতের বড় প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই। আদালত সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে অন্তত দুজনের নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল। একই সঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, "আমরা শুধু শুধুই মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ করে কড়া মন্তব্য করছিলাম। সঠিক ব্যক্তির কাছে অনুমতি না চাইলে তিনি কী করে অনুমতি দেবেন?"

বিচারপতি এও বলেন, "তদন্তকারী সংস্থা যদি ভুল জায়গায় গিয়ে ট্রায়াল শুরুর অনুমতি চায় তাহলে কী করে হবে?" আগামী মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন সিবিআইয়ের আধিকারিককে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।তাহলে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি রাজ্যের মুখ্যসচিব কীভাবে দেবেন? এদিন মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন তোলেন নিয়োগ মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষা কর্তা সুবীরেশ ভট্টাচার্যর আইনজীবীর।

আদালতকে তিনি এও জানান, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত সুবীরেশ ভট্টাচার্য এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। নিজের দাবির সপক্ষে আদালতে নথিও পেশ করেন তিনি। যা নিয়ে এজলাসে শোরগোল পড়ে যায়।

এরপরই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সিবিআইয়ের আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, "তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এটা জানে না যে কার কাছে অনুমতি চাইতে হবে? এই ধরনের তদন্তকারী সংস্থার কাছ থেকে এই ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয়।"

## মাধ্যমিক পরীক্ষায় দু'জনেই একই নম্বর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যমজ ছেলের যমজ ফল। জন্মের কয়েক মিনিটের ব্যবধান থাকলেও সাফল্যে যমজ দুই ভাই একই। চেহারার মতন দুজনের ফলাফলেও হুবহু মিল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় দু'জনেই একই নম্বর পেল ৬৭৭। এবার তাদের কথায়, দুজনের দুটি পথ যাবে দু'দিকে বেঁকে। একজন হতে চায় ডাক্তার ।তাদের বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোজেশ্বর হোসেন জানান, “আল্লা আমাকে সব সমান সমান দিয়ে পাঠিয়েছে। জন্মের মতনই তারা যমজ নম্বর পেল।” মা নবীনা হোসেন জানান, “ওদের যমজ ভাবনার মতনই একজোড়া একই রকম নম্বর। এবার বড়টা ডাক্তার হতে চাইছে। ছোটটা ইঞ্জিনিয়ার। আমি ওদের স্বাধীনতাকেই গুরুত্ব দেব। কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক চৌধুরি জানান, "এ বছরে আমাদের স্কুলের ডবল গৌরব। দুই ভাই সত্যিই খুব ভালো ছাত্র।''অন্যজন ইঞ্জিনিয়ার।

মহম্মদ মোক্তার নাবিল ও মহম্মদ মোক্তার জাহিন যমজ দুই ভাই। এতদিন একইসঙ্গে পড়াশোনা একইসঙ্গে খেলাধুলা এবং একই সঙ্গে মাধ্যমিক দিয়েছে। ফলাফলও দুই ভাইয়ের একই। ৬৭৭। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ তারা। ফলাফলে বাংলায় দু'জনেই পেয়েছে ৯৮। ইংরাজীতে ৯২। অদ্ভুতভাবে জীবনের রসায়নের মতো জীবন বিজ্ঞানে ৯৭ ও ভৌতবিজ্ঞানের একই নম্বর।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২০ সংখ্যা ০৪ মে, ২০২৪ শনিবার ২১ বৈশাখ, ১৪৩১

## সত্যের জয় হবেই, মাথা নত নয়: রাজ্যপাল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আগেও একই অভিযোগ অন্য এক মহিলার? গতকাল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন এক কর্মী। এর আগে এক নৃত্য শিল্পীও একই অভিযোগ এনেছিলেন, দাবি ওই মহিলাকর্মীর। সেই সময় কলকাতা পুলিসকে চিঠি দিয়ে ওই অভিযোগ করেছিলেন ওই শিল্পী। ওই মহিলা একাধিকবার পিস রুমে ফোন করে তাঁর সঙ্গে কী করেছেন জানান।এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে সত্যই জয়লাভ করবে। বানানো বিষয়ের সামনে কখনওই মাথা নত করবেন না। কলঙ্কিত করে ভোটের সময় রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে চাইছেন অনেকে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন। বিবৃতি জারি রাজ্যপালের। ঘটনাটি ঠিক কী? মোদীর সফরকে কেন্দ্র করে রাজভবনে এখন তৎপরতা তুঙ্গে। তার মধ্যেই রাজভবনের ওসির ঘরে হাজির এক মহিলা। রাজভবনের ওসির কাছে খোদ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এরপর ওই মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। থনায় ওই মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে খবর।রাজভবনের অফিসার অভিযোগে এন্টারটেন না করার নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সরব। এরপরই অপপ্রচারের অভিযোগে রাজভবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। তদন্তের অজুহাতে পুলিসও ঢুকতে পারবে না রাজভবনে। স্পষ্ট বার্তা রাজ্যপালের। রাজভবনে যাবেন কীনা তা ভেবে দেখা উচিত। পাল্টা শশীর। এদিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্যপালকে নিশানা তৃণমূলের। পাল্টা বিবৃতি জারি রাজ্যপালের। সত্যের জয় হবেই। মাথা নত নয়। ভোটে ফায়দা লুঠের চেষ্টা। প্রতিক্রিয়া সি ভি আনন্দ বোসের।

## সম্পাদকীয়

## ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতিতে টানাপোড়েন তুঙ্গে

বর্ধমানে সভা করতে এসে চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমানেরই রায়নার সভা থেকে তৃণমূলনেত্রীর জবাব, 'কোথায় ছিলেন মোদিবাবু?এ দিন দুর্নীতি ইস্যুতেও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদি। পাল্টা দুর্নীতি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'দুর্নীতি কী করে করতে হয়? তার মাস্টারমাইন্ড বিজেপি-র ওয়াশিং মেশিন। মোদি বাবু ভালই প্ল্যান করেছেন। আপনার দাম আপনি নিজে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আর একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের টাকা দিচ্ছেন না। এবারে জিতলে খালি উনি থাকবেন। দেশও থাকবেনা আর সংবিধান থাকবে না। নিজের অধিকার চাইলে মধু-বিধুকে ভোট দেবেন না। লুটেরা, ডাকাত, চোরদের ক্ষমা করবেন না। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আর চাকরি কেড়ে নিচ্ছে।'

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আপনার কোনও প্রয়োজন নেই।' কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতিতে টানাপোড়েন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, চাকরি হারানো সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই পাশে থাকবে রাজ্য সরকার এবং শাসক দল। এ দিন বর্ধমানের সভা থেকে চাকরি হারানো যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি বলেন, আদালতের নির্দেশে যে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের পাশে থেকে আইনি সহায়তা দেবে বিজেপি। এর জন্য রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে তিনি লিগল সেল তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলায় কত আসন পাবে তৃণমূল? ভবিষ্যদ্বাণী করলেন মোদি, খোঁচা বাম-কংগ্রেসকেও প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই রায়নার সভা থেকে মমতা বলেন, 'চাকরি খেতে দেব না। আমরা আদালতে লড়ছি। কোথায় ছিলেন মোদী বাবু? ২৬ হাজার চাকরি তো আপনার দল খেয়েছে। সিপিএমকে টাকা দিয়ে দাঁড় করিয়েছে আপনার দল। লজ্জা করে না? আপনার কোনও প্রয়োজন নেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের। এরা সাপেও চুমু খায়, ব্যাঙেও চুমু খায়। চাকরিও খাবে, আবার বলবে পাশে আছি। ত্রিপুরায় সিপিএম আমলে দশ হাজার শিক্ষকরে চাকরি বাতিল হয়েছিল। বলেছিলেন ক্ষমতায় এলে চাকরি ফিরিয়ে দেব, দিয়েছেন? ভোট এলে মনে পড়ে। মানুষের দগ্ধ জায়গাটায় খোঁচা দেন।'

## মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঈশ্বর ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচার কোন রাস্তাই নেই, ঈশ্বরী পারে একটা মানুষকে যত যত যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে। তবে রাজনৈতিক হিংসা মানুষকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে আর ঈশ্বর তার একের পর এক বিচার-বিবেচনা করতেই থাকে। ঈশ্বর পারে না এমন কোন কাজ নেই এটা আমি আমার জীবনের উপলব্ধি দিয়ে বলতেই পারি। ঈশ্বর আমরা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দেখে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যেন বিরাজমান। **ক্রমশঃ**

## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(চতুর্থ পর্ব)**

এড়িয়ে চলার সুযোগ নেই।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আফগানিস্তানে রয়েছে ভারতের অনেক কূটনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। চীন,পাকিস্তানের মতো দেশগুলো আফগানিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলে নয়াদিল্লিরও যে দূরে থাকা ঠিক হবে না সেটিও তারা বুঝে গেছে। ইতোমধ্যেই তালেবানের সঙ্গে ভারতীয় কর্মকর্তাদের কয়েক দফা বৈঠকের খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রকাশ্য সম্পর্ক স্থাপনে ভারত এখনো অগ্রসর হয়নি।

বহু বছর ধরে তালেবানের সবচেয়ে বড় সহযোগী দেশ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সরকারের সম্পর্ক মধুর হওয়ারই কথা। এবং পাকিস্তান সেই সম্পর্ক আরও মধুর করার জন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই কি পাকিস্তানের সঙ্গে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের সম্পর্ক মধুর হবে? ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। এদিকে, রাষ্ট্রসংঘের তরফে মহাসচিব অ্যান্টনি গুয়েতরেস তালিবানকে খানিকটা সংযম রাখার বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে তালিবান জানিয়েছে, যে সমস্ত কূটনীতিবিদরা আফগানিস্তানে রয়েছেন তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখা হবে। বজায় থাকবে স্বাভাবিক পরিবেশ। এদিকে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন যে, 'কাবুলের পরিস্থিতি নজরে রাখা হচ্ছে। যাঁরা ভারতে ফিরতে চান, তাঁদের কৌতূহলের পরিমাণ বুঝতে পারছি। মূল চ্যালেঞ্জ হল আফগানিস্তানের বিমানবন্দরের অপারেশন। এই বিষয়ে আলোচনা চলছে।' তিনি জানান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ফের একবার কথা বলবে ভারত। এদিকে, তালিবানি জমানায় কার্যত ফের রক্তস্নাত হতে শুরু করে দিয়েছে কাবুল। গতকালই কাবুল বিমানবন্দরে এক গুলি চালনার ঘটনায় মোট ৫ জনের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। এরপর জানা গিয়েছে যে এই গুলি চালনায় মার্কিন সেনাও সম্পর্কিত রয়েছে। মার্কিন

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# নুরুলের ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর স্নেহশীল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ২০১০ সালের ঘটনা। কোনও এক শুক্রবার হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে রেলমন্ত্রী। দুপুরে পার্লামেন্টে রেলমন্ত্রীর ঘরে বসে ছিলেন মমতা। তৃণমূলের কয়েকজন সাংসদও ছিলেন সেখানে। পিছনের লবি ধরে এসে একটু পর তাঁর ঘরে ঢোকেন হাজি নুরুল ইসলাম।নুরুলের কাছে এও জানতে চাওয়া হয়, এক সময়ে তাঁর সতীর্থ শুভেন্দু অধিকারী ভোটের আগে বসিরহাট, সন্দেশখালিতে ঘাঁটি গাড়বেন বলছেন। উত্তরে নুরুল বলেন, 'আমি ব্যক্তি আক্রমণে বিশ্বাস করি না। কারও সমালোচনা করি না। সে আমার সমস্যা বলতে পারেন। উনি বিরোধী দলনেতা। উনি ওনার রাজনীতি করবেন। আমি আমার। বসিরহাটের মানুষ আমার সঙ্গে আছে। দিদির সঙ্গে আছে।'

জাগুলিয়ায় তাঁর বাড়ির দাওয়ায় বসে নুরুল যখন এসব কথা বলছেন, তখন বাইরে উঠোনে মেলা ভিড়। স্থানীয় কোনও পঞ্চায়েতের কর্মীরা এসেছেন। নুসরত সাংসদ থাকাকালীন এঁদের সঙ্গেও একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ। নুরুল তাঁদের দিকে ইশারা করে বলেন, 'ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে যেদিন আমার নাম ঘোষণা হল, সেদিন থেকে এই উৎসাহ, উদ্দীপনা ছাপিয়ে যাচ্ছে।'

হাড়োয়ার বর্তমান এই বিধায়ককে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জানতে চাওয়া হয়, সংখ্যালঘু ভোটই আপনার সবচেয়ে বড় ভরসার? নুরুল বলেন, 'তা কেন? আমি সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু ভেদাভেদ করি না। সেদিন হিঙ্গলগঞ্জে গেছিলাম। এক ভদ্রমহিলা এসে আমাকে ফুল দিলেন। আশীর্বাদ করে কেঁদে ফেললেন। আমিও কেঁদে ফেললাম। এই চাওয়া, পাওয়া এই ভালবাসা এতেই আমরা জিতে যাব।'

হাজি নুরুল ইসলামের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার শেষ হল, তখন বেলা সাড়ে ১২টা বাজে। বাইরে রোদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। যেন আগুনের হল্কা বইছে। নুরুল তারই মধ্যে বেরিয়ে গেলেন হাড়োয়ার উদ্দেশে। সেখান থেকে বিকেলে সন্দেশখালি যাওয়ার কথা। বসিরহাট লোকসভায় কাম ব্যাকের জন্য ছুটছেন নুরুল।নুরুল সে সময়ে বসিরহাটের সাংসদ। বয়স তখন বছর পঁয়তাল্লিশ হবে।

মমতা প্রশ্ন করেন, 'নুরুল, কোথায় ছিলে?' নুরুল দিদির সামনে গিয়ে বসে হাতে ধরা প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দেন। বলেন, 'অ্যানেক্স ভবনে রুটিন চেক আপে গেছিলাম। তারপর মসজিদে নামাজ পড়ে এলাম।'

সংসদের অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে নিয়ম

করে ডাক্তাররা বসেন। সাংসদদের দরকার মতো তাঁদের থেকে চেক আপ করিয়ে নেন। এই অ্যানেক্স ভবনের সামনে তথা পুরনো সংসদ ভবনের পাশে একটা মসজিদ রয়েছে। বহু মুসলিম সাংসদ, আমলারা সেখানে শুক্রবার দুপুরে নমাজ পড়তে যান। নুরুলও গেছিলেন।

মমতা প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই বলেন, তোমার কিছুই তো হয়নি নুরুল। সবই তো ঠিক আছে। রুটিন চেক আপেও এত ওষুধ দিল কেন? এসব খেতে হবে না। এই বলে, হাতের সামনে থাকা কাগজে শুধু একটা মাল্টি ভিটামিন খস খস করে লিখে দেন।

নুরুলের ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর স্নেহশীল। অনেকের মতে, তার একটা কারণ রয়েছে। নুরুল কংগ্রেসি রাজনীতি করতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গঠনের সময়ে নুরুলও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। অর্থাৎ দলের প্রথম দিনের সৈনিক।

দশ বছর পর সেই নুরুলকে এবার ফের বসিরহাটে প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এমন একটা সময়ে বসিরহাটে নুরুলের কাম ব্যাক হয়েছে, যখন মহকুমার একাংশে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। 'সন্দেশখালি' যার নাম।

নুরুল অবশ্য একে কামব্যাক বলতে রাজি নন। বারাসতের জাগুলিয়ায় থাকেন নুরুল। পুকুর পাড়ে ইট-কংক্রিটের সরু রাস্তার পাশে তাঁর বাড়ি। রাস্তার অপর পাড়ে একটা পুকুর। তাতে জল টলটল করছে। রাস্তার পাশে ছোট ঝাঁকড়া আম গাছটায় আম ফলেছে। পঞ্চায়েত এলাকা এবং গ্রামই বলা যায়। সে বাড়ির দাওয়ায় বসে নুরুল বলেন, 'ঘর ওয়াপসি কেন বলছেন, বসিরহাটই তো আমার ঘর। আমি ঘরের ছেলে, ঘরেই আছি। হাড়োয়ার বিধায়ক আমি। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। এখানকার মানুষ, হিন্দু-মুসলমান আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। আমার জন্য দোয়া করে, আশীর্বাদ দেয়।'

কিন্তু সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটে গেল যে! তাহলে কি চেনা বসিরহাট এবার অচেনা ঠেকছে? লড়াই আগের চেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে?

এ প্রশ্নের জবাবেও নুরুলের মুখের ছবিতে কোনও হেলদোল দেখা গেল না। বরং কিছুটা নির্লিপ্ত ভাবেই বললেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো, পরিকল্পিত। ওটা নিয়ে কিছু মনে করি না। গতকালই সন্দেশখালিতে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার মানুষ। বলল, বাবা তুমিই পারো। আমাদের একটা জলের প্রকল্প করে দেবে? বললাম, নিশ্চয়ই দেব। সন্দেশখালিতে আমরা জিতব।'

নুরুলের কথায়, 'এবারের লড়াই তুলনায় সহজ। ২০০৯ সালের লড়াই অনেক কঠিন ছিল, অনেক কঠিন। তখন আমাদের কিছু ছিল না। এখন বসিরহাটে আমাদের সংগঠন মজবুত, শক্তিশালী। এবার ২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতে দিদিকে বসিরহাট দেব।'

নুরুল যে কঠিন লড়াইয়ের কথা বলছেন, সেটা ২০০৯ সালের ভোটের কথা। তার আগে টানা আটটি লোকসভা ভোটে বসিরহাটে লাগাতার জিতেছে সিপিআই। সিপিআইয়ের রাশভারী নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ছিলেন বসিরহাটের দু'বারের সাংসদ। তাঁর পর দু'বার জিতেছেন মনোরঞ্জন শূর, আর ৯৬ সাল থেকে পর পর চার বার জিতেছিলেন অজয় চক্রবর্তী। বসিরহাট ও সিপিআই প্রায় সমার্থক হয়ে গেছিল।

এহেন বসিরহাটে বামেদের মোকাবিলা করতে দলের তরুণ সংখ্যালঘু মুখ হাজি নুরুল ইসলামকে প্রার্থী করেছিলেন পোড় খাওয়া মমতা। বসিরহাটে কংগ্রেসি ঘরানার একেবারে পুরনো সমীকরণে নুরুলকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। যে সমীকরণে বসিরহাটে ছয় ও সাতের দশকে জিতেছিলেন কংগ্রেসের হুমায়ুন কবীর ও সর্দার আমজাদ আলি। নুরুল সেবার জিতেছিলেন ৬০ হাজার ভোটে।

রবিবাসরীয় সকালে তাঁর দাওয়ায় বসে নুরুল বলেন, 'কত সংখ্যাটা বললাম লিখে রাখুন, ২ লক্ষেরও বেশি জোটে জিতবে তৃণমূল।'

কিন্তু রেখা পাত্র যে বলছেন, বসিরহাটে তৃণমূলকে এবার হারিয়ে ছাড়বেন। প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এ প্রশ্নেও নুরুলের উত্তাপ নেই। বরং নরম গলায় জবাব দিলেন, 'রেখা পাত্র ঘরোয়া মেয়ে। উনি নতুন রাজনীতিতে এসেছেন। বসিরহাটকে আমার মতো কেউ চেনে না। হাতের তালুর মতো চিনি।'

নুরুল বলে চলেন-'আমি যেমন বসিরহাটকে চিনি, বসিরহাটও আমাকে চেনে। কোথায় পানীয় জলের দরকার, কোথায় কবরস্থান দরকার, কোথায় গ্রামের মধ্যে রাস্তা মেরামত করতে হবে, সবটাই আমার জানা। সাংসদ থাকার সময়ে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছি। টাকিতে একটা জল প্রকল্প করেছি। বসিরহাট হাসপাতালের সংস্কার করে জেলা হাসপাতালে পরিণত করেছি। কবরস্থান করেছি। শ্মশান করেছি। আর দিদি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে বসিরহাট এলাকার উন্নয়ন করেছেন। পুলিশি ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। বাম জমানায় স্টেট হাইওয়ের যা দুর্দশা ছিল এখন অতীত। বসিরহাটের মায়েরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পান, মেয়েরা কন্যাশ্রী পান, সবুজ সাথী সাইকেল পায় ছাত্রছাত্রীরা...।'

পরের প্রশ্ন করার আগে নুরুল পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, 'রেখা পাত্রকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। উনি নতুন এসেছেন। বরং বিজেপি জবাব দিক বসিরহাটের গরিব মানুষের একশ দিনের টাকা কেন আটকে দেওয়া হল, কেন পর পর বর্ষায় ছাদ ভিজে জল চুঁইয়ে পড়লেও এখানকার গরিব মানুষ আবাসের টাকা পাচ্ছেন নৃ। সেগুলো বলুক।'

এর পরেও ঘুরে ফিরে সেই সন্দেশখালির কথা ওঠে। শেখ শাহজাহানের কথা ওঠে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, রেখা পাত্র নাকি বাম প্রার্থী নিরাপদ সর্দার, কাকে প্রতিপক্ষ বলে মনে করছেন তিনি। নুরুল জবাবে বলেন, 'যা ঘটার তা ঘটে গেছে। আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইন আইনের পথে চলবে।' তাঁর কথায়, ' বসিরহাটে রেখা পাত্র বা নিরাপদ সর্দারের কোনও গ্রহণযোগ্যতা আর নেই। তাই ওঁদের আমল দিতে চাই না। আমরা মানুষের ভোটে জিতব।

# সিনেমার খবর

## শিম্পাঞ্জির সঙ্গে ছবি তুলে কটাক্ষের শিকার অভিনেত্রী নুসরাত

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। ব্যক্তিগত জীবনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনায় থাকেন তিনি। সম্প্রতি একটি শিম্পাঞ্জির সঙ্গে ছবি তুলে আরও একবার সংবাদের শিরোনাম হলেন এই নায়িকা।

সাদা রঙের টি-শার্টের সঙ্গে শর্টস, নুসরাতের কোলে বসে আছে একটি শিম্পাঞ্জি। শুধু বসেই নেই, অভিনেত্রীর গালে আলতো করে চুম্বন করতেও দেখা যায় তাকে। শিম্পাঞ্জির সঙ্গে খুনসুটির সেই ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন নুসরাত। ভিডিওটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'চমৎকার রোববার। সে ভালোবাসা ও চুম্বন দিয়েছে।'

নুসরাতের এই ভিডিও নিয়েও শুনতে হয়েছে কটাক্ষ। একদল রীতিমতো নায়িকা ও শিম্পাঞ্জির ঠোঁট নিয়ে আজেবাজে মন্তব্যে মেতেছেন। তাদের কেউ লিখেছেন, 'দু'জনের ঠোঁট একইরকম।'

সম্প্রতি ঠোঁটের সার্জারি করিয়েছেন নুসরাত। ঠোঁটের আকর্ষণীয়তা বাড়াতেই নায়িকার এমন উদ্যোগ। সেটাই চোখে পড়েছে নেটিজেনদের। শিম্পাঞ্জির সঙ্গে তুলনা করেও মন্তব্য করতে ছাড়ছেন না।

প্রসঙ্গত, এদিকে এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট পাননি নুসরাত। এরপরই স্বামী যশকে নিয়ে ছুটি কাটাতে উড়াল দিয়েছেন থাইল্যান্ডে। সেখানেই এই ভিডিও ধারণ করেছেন অভিনেত্রী।

## রহস্যময় পোস্ট দেয়ার পর ফ্ল্যাট থেকে অভিনেত্রীর লাশ উদ্ধার

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন** : এবার অভিনেত্রীর লাশ পাওয়া গেল তার নিজের ফ্ল্যাটে। ভারতের বিহারের বাগলপুরে নিজের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় ভোজপুরি অভিনেত্রী অমৃতা পাণ্ডের লাশ। শনিবার (২৭ এপ্রিল) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ অভিনেত্রীর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী পুলিশ জানিয়েছে, বাসার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়িতে ফাঁস দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে ফ্ল্যাট থেকে কোনো চিরকুট বা অন্য কোন আলামত পাওয়া যায়নি। জানা যায়- মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি রহস্যজনক পোস্ট দিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। আর এ ঘটনায় ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, অমৃতা স্বামীর সঙ্গে মুম্বাই থাকতেন। সম্প্রতি বিহারের ভাগলপুর এক আত্মীয়ের বিয়েতে এসেছিলেন। এরপর ভাগলপুরে আরো কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নেন অভিনেত্রী। শনিবার অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন এবং হোয়াটসঅ্যাপে একটি রহস্যজনক পোস্ট দেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় অমৃতাকে।

অমৃতা তার পোস্টে লিখেছেন, 'ওর জীবন দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে। আমি নিজের জীবনের নৌকা ডুবিয়ে ওর সফর সহজ করে দিয়ে গেলাম।'

এদিকে অমৃতার আত্মীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। কিছু মানসিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছিল। এর জন্য চিকিৎসাও করা হচ্ছিল ভোজপুরি এ তারকার।

লাশ উদ্ধারের পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রাথমিক ধারণা, অবসাদ থেকেই এমন চরম পথ বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে তার পরিবার থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

## ক্যামেরার সামনে গালিগালাজ নিয়ে যা বললেন রণবীর

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' লুক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন এ অভিনেতা। এর মাঝেই শনিবার মুম্বাই বিমানবন্দর কাঁপিয়েছেন তিনি। এক জুয়েলারি সংস্থার নতুন শো-রুম উদ্বোধনের জন্য মুম্বাই থেকে উড়ে গিয়েছিলেন রণবীর। সেই অনুষ্ঠানেই ঘটল অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা।

রণবীর যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে সঞ্চালকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত তখন নিচে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করার জন্য হুড়োহুড়ি করছিলেন ক্যামেরা পার্সনরা। তাদের মধ্যেই কেউ একজন অশ্লীল ভাষায় নোংরা গালিগালাজ শুরু করেন। সেসব কানে যেতেই হতবাক হয়ে যান রণবীর। তখন মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আরে আপনারা নিজেদের মধ্যে কেন খামোখা ঝগড়া করছেন? এদিকে গালিগালাজের ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটপাড়ার একাংশ বিরক্তি প্রকাশ করেন। কারো মন্তব্য, 'একজন সুপারস্টারের সামনে এটা কী ধরণের ভাষা?' কেউ বলছেন, 'প্রচণ্ড বিরক্তিকর!' সবমিলিয়ে ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও বর্তমানে নেটপাড়ায় ভাইরাল।

অপরদিকে সদ্য নীতিশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর শুটিং শুরু করেছেন রণবীর। রাম অবতারে ধরা দিতে হাড়ভাঙা খাটুনি করেছেন। তাকে রঘুনন্দন বেশে কেমন লাগবে? সেই কৌতূহল বরাবর বিরাজ করেছে দর্শক-অনুরাগীদের মনে। শনিবার শেষমেশ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। 'রামায়ণে'র অন্দরমহল থেকে ফাঁস হয়েছে একগুচ্ছ ছবি। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। কপালে রাজতিলক। খালি গায়ে মেরুন-সোনালি পারের উত্তরীয়। আর তার সঙ্গে মানানসই ধুতি। রামের অবতারে রণবীর কাপুরকে দেখে ভক্তরা 'নয়নাভিরাম' বললেও একাংশ আবার রামানন্দ সাগরের 'রাম' অরুণ গোভিলের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন।

## ৬১ ঘণ্টায় সাড়ে ৯ হাজার মেসেজ! হোয়াটসঅ্যাপ ফিরে পেলেন সোনু

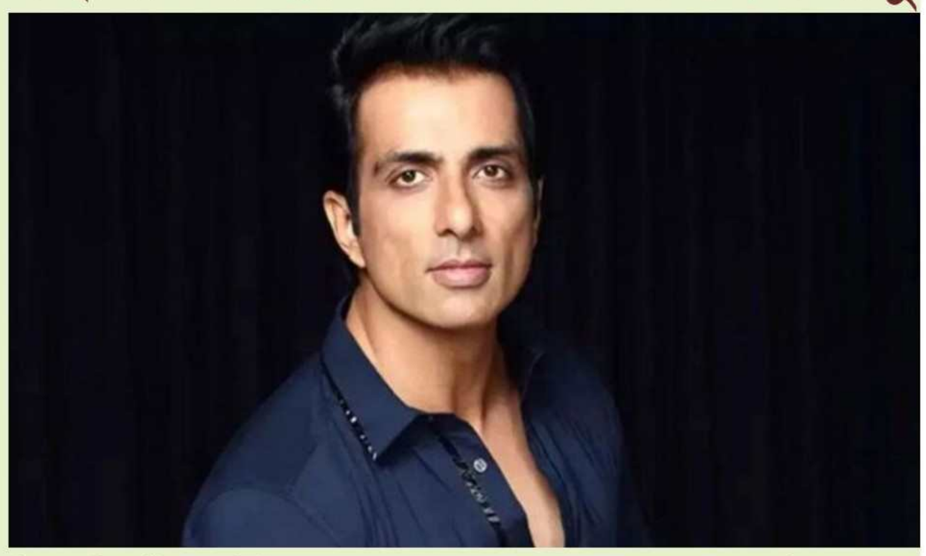

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন** : টানা ৬১ ঘণ্টা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। দীর্ঘ সময় পর হোয়াটসঅ্যাপে ফিরেই সাড়ে ৯ হাজার মেসেজের মুখোমুখি এই অভিনেতা! রবিবার এ তথ্য নিজেই জানান সোনু। তবে হোয়াটসঅ্যাপে এই অভিনেতার সঙ্গে কী হয়েছিল? তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, তার ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ কাজ করছে না। শনিবার এক্স হ্যান্ডলে সোনু লেখেন, আমার নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ কাজ করছে না। অনেকবার এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমার মনে হয়, এবার আপনাদের পরিষেবার উন্নতির প্রয়োজন। এছাড়া ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে সোনু লেখেন, হোয়াটসঅ্যাপ, ঘুম থেকে ওঠো। হাজার হাজার মানুষ হয়তো সাহায্যের জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। এখনও আমার অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। পরদিন রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে হোয়াটসঅ্যাপ ফিরে পাওয়ার খবরটি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন 'দাবাং' খ্যাত অভিনেতা। এক্স হ্যান্ডলে সোনু লেখেন, অবশেষে হোয়াটসঅ্যাপ ফিরে পেলাম। ৬১ ঘণ্টায় মাত্র ৯ হাজার ৪৮৩টি না পড়া মেসেজ! ধন্যবাদ। অতিমারির সময় থেকেই মানুষের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন সোনু। তার ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ কাজ না করার নেপথ্যে অনেকে আবার 'চক্রান্ত' দেখেছিলেন। হোয়াটসঅ্যাপে মানুষের সঙ্গে তার কথাবার্তার স্ক্রিনশট মাঝেমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেন সোনু। অনেক সময়েই তাদের সঙ্গে ভিডিও কলে সংযুক্ত হন। তবে যোগাযোগের প্রয়োজনীয় মাধ্যমটিকে অভিনেতা ফিরে পেয়েছেন বলে খুশি অনুরাগীরা।

## কেন আমির খানকে কষে চড় মেরেছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী রীনা, জানালেন নিজেই

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : ২০০১ সালে প্রাক্তন স্ত্রী রীনা দত্তের সঙ্গে বিচ্ছেদের কয়েক বছর পরে ২০০৫ সালে কিরণের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন অভিনেতা আমির খান। তারপর কিরণের সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের দাম্পত্য জীবন। ২০২১ সালে সেই বিয়েও ভেঙে যায়।

বিচ্ছেদ মানেই যে সম্পর্ক শেষ নয়, সেটাই যেন বারবার শেখান আমির, কিরণ ও রীনা। বিবাহবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার পরও তারা একে অপরের বন্ধু। একই আবাসনে থাকেন তারা। একে অপরের সঙ্গে সময়ও কাটান। সম্প্রতি 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-তে এসে আমির জানান, একবার রীনার হাতে চড় খান তিনি। শুধু তাই নয়, রাগের চোটে হাতেই নাকি কামড়ে দেন অভিনেতার প্রাক্তন স্ত্রী।

ঘটনাটি বেশ কয়েক বছর আগের। প্রাক্তন স্ত্রী রীনা প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। ছেলে জুনায়েদ জন্মের পূর্ব-মুহূর্ত। সেই সময় স্ত্রীকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম শেখানোর চেষ্টা করছিলেন আমির। যন্ত্রণায় কাহিল রীনা শেষ পর্যন্ত স্বামীকে চড় কষিয়ে দেন! এমনকি হাতে কামড়েও দেন।

সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে এসে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নানা কথা জানান আমির। সেখানে কপিল জিজ্ঞেস করেন, অভিনেতা হিসেবে তিনি মানুষের আচরণ লক্ষ করেন কি না! জীবনের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি মানুষের অভিব্যক্তি খেয়াল করেন কি না।

আমিরের কথায়, "আমি যা লক্ষ করেছি তার একটা ধারণা দিই। তখন জুনায়েদের জন্ম হওয়ার ঠিক আগের কথা। রীনার প্রসববেদনা উঠেছে। আমরা হাসপাতালে। একজন ভাল স্বামীর মতো স্ত্রীকে কিছু শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করাচ্ছিলাম। এদিকে ওর প্রসববেদনা তীব্র হতে শুরু করল। রীনাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাকে চড় মেরে ও বলে দিল, 'এসব বাজে কথা বন্ধ করো!' রীনা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আমার হাতও কামড়ে দিয়েছিল ও।" আমির জানান, যখন মানুষ তীব্র বেদনার মধ্যে দিয়ে যান, তার অভিব্যক্তি তাকে আসলে বিস্মিত করে। আর কিছু না!

## বিজেপি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, আমি জিম্মা নিয়ে বলছি: মিঠুন চক্রবর্তী

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন** : 'বিজেপি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, আমি তার জিম্মা নিয়ে বলছি। আমি যেটা বলছি, তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে এই মাঠে আপনারা সবাই মিলে এসে থুথু ফেলবেন, আর সেই থুতুটা আমি চাটবো।' পশ্চিমবঙ্গের 'বর্ধমান পূর্ব' লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে এক নির্বাচনি প্রচারণায় এসব মন্তব্য করেন মিঠুন। এদিনের সভা ছিল ধাত্রীগ্রাম ফুটবল ময়দানে। সেই সভা থেকে তার বার্তা 'মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আপনারা বিশ্বাস করেন যে বিজেপি আপনাদের পছন্দ করে না। এটা ভুল। বিজেপি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। আমি তার জিম্মা নিয়ে বলছি।' 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন' (সিএএ) ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে মিঠুন বলেন 'সিএএ নিয়ে ওরা (মমতা) কি বলছে? বলছে দেশ থেকে বার করে দেবে, তোমাদের নাগরিকত্ব চলে যাবে, তোমরা রেশন পাবে না, তোমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তোমরা কখনো নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবে না।' কিন্তু আমি বলব সিএএ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। যারা নাগরিক নয় বা যাদের নাগরিকত্ব নেই, তাদের নাগরিক করার আইন হলো সিএএ। এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, এটা আমার জন্যও। আমি ভারতবাসী হলে আমাকে, তোমাকে, হিন্দু-খ্রিস্টান সকলকেই এটা জমা করতে হবে। আর উনি (মমতা ব্যানার্জি) এটাকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন।' এসময় মিঠুন বলেন 'চলুন একটা চ্যালেঞ্জ করছি। আমি যেটা বলছি সেটা যদি মিথ্যে হয় তবে, আপনারা সবাই মিলে এই ময়দানে থুথু ফেলবেন এবং আমি সেটা চাটবো। আমি এত বড় কথা বললাম।' মিঠুনের ওই মন্তব্য ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১১ মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করে গোটা দেশে সিএএ লাগু করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইনে বলা রয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আসা সংখ্যালঘুরাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেয়া হবে। যদিও এই আইনের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। দলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির অভিযোগ এই আইনে কেউ আবেদন করলেই তারা বেনাগরিক হয়ে যাবে। তারা সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। তাদের ৫ বছরের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' অভিনেতা বলে কথা! তাই ডায়লগ হবে না তা কি কখন হয়? এদিনের মঞ্চ থেকে দর্শকদের চাহিদা মেনে তাও করলেন। বাংলা ছবি একটি জনপ্রিয় ডায়লগের কিছুটা পরিবর্তন করে তিনি বলেন 'চিমটি কাটবো এখানে... লাল পিঁপড়ের জ্বলনটা হবে ওখানে।' তাকে ফের বলতে শোনা যায় 'নাম আমার তুফান। বছরে এক আধবার আসি। এবার বারবার আসবো, তোমাদের সাথে দেখা করার জন্য।' ফের বলেন 'আমি খবর পড়ি না, আমি খবর দেখি না, আমি খবর তৈরি করি।'

## রোহিত- কোহলির অবসর নিয়ে যা বললেন যুবরাজ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন: জুনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দল সাজাতে ব্যস্ত অংশ নিতে চলা দলগুলো। এবারের আসরে ভারতের দল কেমন হতে চলেছে তা নিয়েও চলছে জল্পনা-কল্পনা। আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের দলে বিরাট কোহলি থাকবেন কিনা এমন আলোচনা শুরু হয়েছে আরও অনেক আগেই।

২০২২ সালের পর ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি খেলেননি কোহলি। তবে ব্যাঙ্গালুরু জার্সিতে নিয়মিত খেলেছেন তিনি। চলতি আসরেও ব্যাঙ্গালুরু সেরা ব্যাটারদের তালিকায় তো রয়েছেন সবার ওপরে। একই সঙ্গে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়েও সবার ওপরে বিরাট। এখন পর্যন্ত চলমান আইপিএলে ৯ ইনিংসে ৬১.৪৩ গড় ও ১৪৫.৭৬ স্ট্রাইক রেটে ৪৩০ রান কোহলির। এর পর ও তার স্টাইক রেট নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা।

এদিকে ভারতের জার্সিতে ওপেনিংয়ে এখনো রোহিতই সবার পছন্দের তালিকায়। তবু বয়স বেড়ে যাওয়ায় কবে অবসর নেবেন তা নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে। তবে যুবরাজ পাশে দাঁড়ালেন রোহিত-কোহলির। তার মতে, ভারতের বিশ্বকাপ ভাগ্যনির্ভর করছে এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের ওপর, এমনই মত যুবরাজের। এ ছাড়া জানান তাদের দুজনকে নিজেদের ইচ্ছেমতো অবসর নিতে দেওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ওয়েবসাইটে যুবরাজ সিং এই প্রসঙ্গেই বলেন, 'আপনার বয়স যত বাড়বে, লোকজন সেটা নিয়ে আরও বেশি করে কথা বলবে। ওরা আপনার ফর্মের কথা ভুলেই যাবে। এরা ভারতের রত্ন ক্রিকেটার। ওদের যখন মনে হবে, তখনই অবসরগ্রহণ করবে। এর জন্য আলাদা করে চাপ দেওয়ার দরকার নেই।'

তিনি বলেন, 'টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আমি দেশের আরও তরুণ ক্রিকেটারদের দেখতে চাই। তা হলেই সিনিয়র ক্রিকেটারদের ওপর থেকে বোঝা কিছুটা হলেও কমবে। সে ক্ষেত্রে ওরা আরও বেশি করে ওয়ানডে এবং টেস্ট ক্রিকেটে ফোকাস করতে পারবে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আমি চাইব যে ভারতের আরও অনেক তরুণ ক্রিকেটার এই ফরম্যাটে অংশগ্রহণ করবে। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেন তারাই রাজত্ব করে।'

# গরমের প্রভাবে আইপিএলে রানবন্যা!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ব্যাটিংবান্ধব উইকেটে রান উৎসব চলছে। এখন পর্যন্ত আড়াই শ' রানের কোটা ছুঁয়েছে ৭ বার। একটা টি-টোয়েন্টি আসরের মাঝপথে এমন পরিসংখ্যান অবাক করার মতোই। আগে ব্যাট করা দল বড় স্কোর গড়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। ব্যাটারদের এমন তাণ্ডবের মধ্যে যেন দিশেহারা নাবিক বোলাররা! রীতিমতো অথৈ সাগরেই পড়েছেন তারা। মিচেল স্টার্ক, এনরিখ নর্কিয়া, কাগিসো রাবাদা কিংবা রশিদ খানদের মতো তারকারাও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতি দেখে কারও কারও কাছে ক্রিকেটকে এখন বেসবল মনে হচ্ছে।

ক্রিকেটের চিরচেনা সেই ব্যাটে-বলের লড়াই দেখা যাচ্ছে না। লড়াইটা হচ্ছে যেন দুই দলের ব্যাটারদের। এমন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ সম্প্রতি তিনি লিখেছেন, অনুগ্রহ করে কেউ বোলারদের বাঁচান।

ছোট মাঠ, আধুনিক ব্যাট, আগ্রাসী মানসিকতা, গরম আবহাওয়া- সব কিছু মেনে নিয়েও বোলারদের দুর্দশা দেখে পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা। একাংশ ক্ষুব্ধ ক্রিকেটের মূল আকর্ষণ নষ্ট হওয়ায়। স্পিনাররা সামান্য কিছু সাহায্য পেলেও মাঠে অসহায় দেখাচ্ছে পেসারদের। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ মনে করছেন, এমন হলে অদূর ভবিষ্যতে আইপিএল খেলার আগ্রহ হারাবেন বোলাররা।

কেন এমন পিচ তৈরি করা হলো বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়? তার ওপর যে প্রতিযোগিতা বিসিসিআইয়ের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস? ভারতীয় গণমাধ্যমে এক পিচ প্রস্তুতকারী বলছেন, এবার ভারতে গরম পড়েছে বেশি। এর ফলে দেশটির পিচগুলোতে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক কম। কোথাও কোথাও নেই বললেই চলে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটা প্রভাব ফেলছে। আকাশে মেঘের পরিমাণের ওপর কিছুটা নির্ভর করে পিচের চরিত্র। মেঘও প্রায় নেই কোথাও। বৃষ্টি হচ্ছে না। দিন এবং রাতের তাপমাত্রার তেমন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। অন্যবারের থেকে এবারের পিচগুলো আলাদা হওয়ার প্রধান কারণ আবহাওয়া।

# প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয় জয় পেলো আর্সেনাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে দাপট দেখিয়ে তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। কিন্তু দুই গোল হজম করে অস্বস্তিতে পড়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত এক গোলের লিড ধরে রেখে প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয় জয় পেলো গানাররা। তাতে শিরোপার লড়াইয়ে ম্যানসিটিকে আরও পেছনে ফেললো আর্তেতার দল। সিটির চেয়ে দুই ম্যাচ বেশি খেলে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা।

এদিন ঘরের মাঠে শুরু থেকে বল দখলে এগিয়ে ছিল টটেনহ্যাম। যদিও সেভাবে আক্রমণে যেতে পারেনি তারা। উল্টো গোল হজম করে তারা ১৫ মিনিটে। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন পিয়েরে এমিল হোজবার্গ। কিন্তু তার হেড আচমকা জালে জড়ায়। আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। গোল শোধ দেওয়ার বেশ কাছে ছিল স্পাররা। পাঁচ মিনিট পর ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর একটি শট দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়।

এরপর তার হেড আঘাত করে পোস্টে। উল্টো ২২ মিনিটে আর্সেনালের জাল কাঁপিয়ে স্বাগতিক দর্শকদের উল্লাসে মাতান মিকি ফন ডে ভেন। তবে ভিএআর রিভিউয়ে তার অফসাইড হওয়ায় গোল বাতিল হয়। এর পাঁচ মিনিট পর ফাস্ট ব্রেক থেকে কাই হ্যাভার্জের লম্বা ক্রস ধরে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে আর্সেনালকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন বুকায়ো সাকা।

৩৮ মিনিটে ডেকলাইন রাইসের কর্নার ক্রসে কাই হ্যাভার্জের লক্ষ্যভেদী হেডে ম্যাচ হাতের মুঠোয় নেয় গানাররা। তবে ফিরে আসার গল্প হয়তো লিখতে চেয়েছিল টটেনহ্যাম। ৬৪ মিনিটে সতীর্থের ব্যাকপাস ধরে বল বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন আর্সেনালের কিপার। কিন্তু ডেভিড রায়ার পাস পেয়ে যান রোমেরো। অতিথি কিপারকে বোকা বানিয়ে ব্যবধান কমান তিনি।

## সৌদি প্রো লিগে জয় পেল আল হিলাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-ফাতেহর বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছে আল-হিলাল। লিগের অপর দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে আল-ত্তউন ও আল-শাবাব।

২৬ এপ্রিল রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-ফাতেহর বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয় পায় আল-হিলাল। দামাকের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় পায় আল-তাউন। আর আল-ইত্তিহাদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল-শাবাব।

রিয়াদে রাত ৯টায় মাঠে নেমেছিল হিলাল। দলটির হয়ে গোল করেন মাইকেল ডেলগাডো, রুবেন নেভেস ও আলী আল-বুলাইহি। ফাতেহর পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন লুকাস জেলারায়ান।

শাবাবের বিপক্ষে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইত্তিহাদ। জেদ্দায় নেমে দলটি ৩-১ গোলে উড়ে গিয়েছে। শাবাবের হয়ে গোল করেন হাবিব দিয়ালো, কার্লোস ও আল-জুওয়ার। ইত্তিহাদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আবদেররাজাক হামদাল্লাহ। অপর ম্যাচে জোয়াও পেদ্রোর গোলে জয় তুলে নেয় আল-তাউন। এই ম্যাচে খেলার শেষদিকে দামাকের ফুটবলার আহমদ ইউসুফ জেইন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।

এই মুহূর্তে ২৮ ম্যাচ শেষে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রয়েছে আল-হিলাল। সমান ম্যাচ খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের আল-নাসর রয়েছে দুইয়ে। তাতে শিরোপার দৌড়ে ভালোভাবেই এগিয়ে রয়েছে হিলাল।

## ভারতের বিশ্বকাপজয়ী কোচকে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :পাকিস্তান জাতীয় পুরুষ দলের জন্য নতুন কোচ নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সাদা পোশাকে বাবর আজমদের কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার জেসন গিলেস্পিকে। আর ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গ্যারি কারস্টেনকে নিয়োগ দিয়েছে পিসিবি।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, গ্যারি কারস্টেন এবং জেসন গিলেস্পি যথাক্রমে সাদা এবং লাল বলের ক্রিকেটের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। আর নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য নিয়োগ দেয়া আজহার মাহমুদ সব ফরম্যাটেই সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই তিন কোচকেই দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পিসিবি। এর আগে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য বেশ শেন ওয়াটসন ছিলেন পিসিবির প্রথম পছন্দ। তবে সাবেক এই অজি ক্রিকেটার এক পর্যায়ে কোচ হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ান। বাবর আজমদের ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টির নতুন প্রধান কোচ কারস্টেন পাকিস্তানের কোচ হিসেবে আসন্ন ইংল্যান্ড সফর থেকেই দায়িত্ব নিবেন। দক্ষিণ আফ্রিকান এই কোচের অধীনেই ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। বর্তমানে তিনি আইপিএলের দল গুজরাট টাইটান্সের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রোটিয়ে এই সাবেক ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১০১টি টেস্ট এবং ১৮৫টি ওয়ানডে খেলেছেন। এদিকে লাল বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নতুন প্রধান কোচ গিলেস্পি কাজ শুরু করবেন আগামী আগস্ট থেকে। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ দিয়েই শাহিন আফ্রিদিদের কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন তিনি।

# খাদের কিনারা থেকে বারবার ফিরে আসার গল্প লেভারকুসেনের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জেতাটা অসম্ভব, তবুও চমকের মাধ্যমে ফিরে আসা। প্রায় দুই দশকের ও বেশি সময় ধরে সেই একই কাজ করে নিজেদেরকে ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা রিয়াল মাদ্রিদ। চলতি মৌসুমে সেই পথটাই বেছে নিয়েছে বায়ার লেভারকুসেন।

বারবার খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসার গল্প লিখে আসছে তারা। চমকে দিচ্ছে ফুটবল বিশ্বকে। কমেন্ট্রেটররা তো বারবারই বলতে হচ্ছে 'টিল দ্য লাস্ট হুইসাল নেভার রুল আউট লেভারকুসেন।'

স্টুটগার্টের বিপক্ষেও লেভারকুসেন অবাক করেছে সবাইকে। একেবারে শেষ মূহর্তে তারা আরও একবার ফিরে আসার গল্প লিখেছে তারা। তাতে অনেকেই এই লেভারকুসেনকে মেলানো শুরু করেছে রিয়ালের সাথে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো দুই ক্লাবকে মিলিয়ে বানানো হচ্ছে নানা ধরনের 'মেমে'-ও।

আগের ম্যাচে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষেও অতিরিক্ত সময়ে গিয়ে ড্র করেছিল লেভারকুসেন। সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে এই নিয়ে ১৩ বার ৯০ মিনিটের পর ম্যাচ বের করে এনেছে জাবি আলোনসোর দল। সব মিলিয়ে ৩৩৬ দিন অপরাজিত দলটা। ৪৬ ম্যাচ তাদের কেউ হারাতে পারেনি কোনো প্রতিযোগিতায়। পরিসংখ্যানগুলো যে কাউকেই চমকে দেওয়ার কথা। আগের মৌসুমে এক পর্যায়ে রেলিগেশন জোনে থাকা দলটা এই মৌসুমে এসে পাঁচ ম্যাচ হাতে নিশ্চিত করে বুন্দেসলিগার শিরোপা। আছে অপরাজিত থেকে ট্রেবল জেতার দৌড়েও।

এমন অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটিয়ে চলা দলটার কোচ আলোনসোরও বিশ্বাস হচ্ছে না কি করছে তার দল। "ফুটবলে এমনটা আমি দেখিনি, এটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। গেল সপ্তাহের ম্যাচে আমি কিছুটা আবেগি হয়ে গিয়েছিলাম, তবে আজকেরটা বিশ্বাস করার মতো না।"

কথার সাথে কাজের মিলটাও দেখা গেছে আলোনসোর। গেল সপ্তাহে তার দল যখন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের সাথে ম্যাচটা শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় ড্র করেছিল তখন আবেগটা প্রকাশ করতে বেশ লাফিয়েছিলেন তিনি। তবে স্টুটগার্টের বিপক্ষে ছিলেন স্থির। তার ফুটবলাররা উল্লাসে মাতলেও সাইডলাইনে আনন্দটা বুঝিয়েছে মুচকি হাসিতেই।

হয়তো মূল আনন্দটা জমিয়ে রাখছেন এই স্প্যানিয়ার্ড। ট্রেবল জেতার স্বপ্নটাও হয়তো উঁকি দিচ্ছে তাকে। কে জানে মৌসুমে বাকী সাত ম্যাচে আরও কি চমক তারা দেখায়।

## ড্রয়ে শিরোপা অপেক্ষা বাড়লো পিএসজির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জিতলেই নিশ্চিত ছিল লিগ শিরোপা। কিন্তু সেখানে কোনোমতে হার এড়িয়েছে পিএসজি।

ঘরের মাঠে লে হাভরের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে তারা। তাই শিরোপার অপেক্ষা বাড়ল লুইস এনরিকের দলের। পরের ম্যাচে অবশ্য ড্র করলেই ১২তম বারের মতো লিগ ওয়ানে চাম্পিয়ন হবে তারা।

লিগে বাকি আছে আর তিন ম্যাচ। ৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে পিএসজি। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে মোনাকো। বাকি চার ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ১২ পয়েন্ট আদায় করতে পারেব তারা। তাই শিরোপায় এক হাত দিয়েই রেখেছে পিএসজি।

এমনটাই বললেন কোচ লুইস এনরিকে, 'আমরা প্রায় চাম্পিয়নই বলা যায়। যদিও গাণিতিকভাবে নয়, তবে আমার মনে হয় আমরা তা বলতে পারি।'

ঘরের মাঠে খেলা শুরুর ১৯ মিনিটেই পিছিয়ে যায় পিএসজি। তবে ১০ মিনিট পর ব্রেডলি বারকোলার গোলে সমতায় ফেরে তারা। যদিও বিরতির আগেই ফের এগিয়ে যায় লা হাভরে। বল পজেশন কম থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজির ওপর চাপ বজায় রাখে সফরকারীরা। ম্যাচের ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তাদের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আব্দুলায়ে তোরে।

হারের মুখে থাকা পিএসজি ম্যাচে ফেরে শেষ ২০ মিনিটের লড়াইয়ে। ৭৮ মিনিটে আশরাফ হাকিমির গোলে ব্যবধান কমায় তারা। আর যোগ করা সময়ে তাদের সমতায় ফেরান গনসালো রামোস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি হিসেবে নেমেও খুব একটা ব্যবধান গড়তে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন: ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR